জোয়্যান বায়েয ও ‘বাংলাদেশের সুর’

ড. শামস্ রহমান

জোয়্যান বায়েয (Joan Baez) এখন অষ্ট্রেলিয়া। মানবাধিকার এবং প্রগতিশীল কর্মীদের সাথে মত বিনিময় এবং সেই সাথে গান গেয়ে চলেছেন অষ্ট্রেলিয়ার শহরে শহরে। তাঁর গান মূলতঃ কথা প্রধান। তাতে থাকে সমাজ ও সংসারের কথা। ‘দি অষ্ট্রেলিয়ান’ পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন - ‘আমার সেই পুরনো নীতি, to do the most for the most people’। আর এ মন-মানসিকতার কারণেই তার গানে উচ্চারিত হয় মানুষের অধিকারের কথা। নিজের গাওয়া গানের রচনা এবং সুর স্বাধারণত তারই দেওয়া। সেই সাথে বব্ ডিলানের Blowing in the wind, বব্ মার্লি’র ‘Stand up for your right’, John Lennon’এর Imagine সহ ‘Guantanamera’, ‘We shall overcome’ গানের মত গান গুলিও গেয়েছেন তিনি।

জোয়্যান বায়েয একজন সংগিত শিল্পী। আমেরিকাবাসী। তার সাথে আমাদের যোগাযোগটা কোথায়? তা হয়তো জানি না আমরা অনেকেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যেমন সংগঠিত হয় বাংলার মাটিতে, তেমনি ঘটে বিশ্বভূমিতে। হাতে অস্ত্র, কণ্ঠে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি - একদিকে জাগতিক যন্ত্র অন্যদিকে আত্মিক মন্ত্র; এ দুয়ের সম্পূরক শক্তিতে বাংলার গর্ভে গড়ে উঠে প্রতিরোধের দূর্গ। হাতে যন্ত্রসংগিত, কণ্ঠে মানবতার গীত - এ নিয়ে ‘প্রতিবাদী- যুদ্ধ’ হয় প্রবাসে। জোয়্যান বায়েয সেই প্রতিবাদী-যুদ্ধের যোদ্ধাদের অন্যতম একজন। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতা তাকে প্রভাবিত করে। গনহত্যা ও বর্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেন- তুলে নেন গিটার - বাঁধেন এক প্রতিবাদী সুর - Song of Banagladesh (‘বাংলাদেশের সুর’) -

‘সূর্য যখন অস্ত যায় বেলাশেষে,
লক্ষ প্রাণ ঝরে পড়ে নিমেষে,
বাংলাদেশে, বাংলাদেশে,
বাংলাদেশে।’

['Bangladesh, Banagladesh
Bangladesh , Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh'.
- Joan Baez]

এভাবেই ছোট ছোট কয়েকটি শব্দের মাঝে তুলে ধরেন ৭১’এর নৃশংসতার চিত্র। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের তরুন শিল্পীদল যেমন মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষন শিবির কিংবা স্বরনার্থী শিবিরে ‘মুক্তির গান’ গেয়ে সবল রেখেছে মুক্তিযোদ্ধার মনবল, তেমনি জোয়্যান বায়েযও ‘বাংলাদেশের সুর’ গেয়ে বেড়িয়েছেন বিশ্বের শহরে বন্দরে এবং জনমত গড়ে তুলেন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে। তিনি শুধু একজন সংগিত শিল্পী নন; একজন মানবাধিকার

কর্মীও। ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোয়্যান বায়েয হয়ে উঠেন একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ। গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শের আদলে গড়ে তুলেন Institute for the Study of Non-violence। যুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকার জন্য দু দুবার জেল খাটতে হয়েছে তাকে।

Song of Banagladesh ('বাংলাদেশের সুর') গানটির প্রথম প্রধান পংতিটি - When the sun sinks in the west। এই পংতি শেষ শব্দ 'west'। এখানে কি in the west না হয়ে, হতে পারতো .... in the East? সত্যিকার অর্থে, 'সূর্য যখন অস্ত যায় পূর্বে (পাকিস্তানে)', হানাদার বাহিনীর আঘাতটা আসে তখনই, রাতের গভীরে অন্ধকারে। তাতে নিমেষেই লক্ষ প্রাণ ঝরে পড়ে। যদি শব্দটা East হতো, তাহলে সাহিত্যের বিবেচনায় তা হতো একান্তই প্রচ্ছন্ন, সেই সাথে সৌর জগতের লক্ষ কোটি বছরের রীতি নীতি বর্জিত। আর যদি শব্দটা 'west'ই হয়ে থাকে, তবে কি সে west with a captial 'W' - মানে পশ্চিমা বিশ্ব। সেদিন পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের উপর সত্যি অস্ত গিয়েছিল সূর্য। আজ আর কারো অজানা নয়, নিক্সন-কিসিঞ্জারের প্রশ্রয়ই নিশ্চিত হয়ে ছিল লক্ষ প্রাণ ঝরে পড়া। সম্প্রতি প্রকাশিত The Blood Telegraph: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide (by Gary Bass) বইটিই তার উজ্জল সাক্ষী। তাতে বলা হয় - 'Nixon and Kissinger supported Pakistan's military dictatorship as it brutally killed hundreds of thousands of people and sent ten million refugees .... one of the worst humanitarian cries of the twentieth century'।

শান্ত গলায় গাইলেও, জোয়্যান বায়েযের ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো। বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন এভাবে -

এদেশের জল-মাটি আশ,
সেদ-গন্ধ বাতাস,
বীরত্বে গাথা ইতিহাস
নতুন করে দিচ্ছে নাড়া।

'মানি না মধ্যযুগীয় অন্ধ শাসনে' —
উচ্চারনে মুষ্ঠি বদ্ধ দাঁড়ায় সবে;
আত্নত্যাগে জন্ম নেবে
মাতৃভুমি তবে।

['The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land'.
- Joan Baez]

শোষনকে দীর্ঘায়িত করতে৭১'এ ধর্মের নামে ধ্বংস করেছে বাংলাদেশ। শুধু মাঠ-ঘাট, মাটি, নগর-সড়কই নয়, জাতির সৃজনশীলতা ধ্বংসে উদ্যত হয়েছে বর্বরের কালো হাত। সীমাহীন নৃশংসতার পরেও বিশ্ব প্রশাসক ছিল প্রায় নির্বাক। বিশ্ব জনমত পক্ষে থাকলেও, প্রাক্তন সোভিয়েত রাশা ও ভারত সহ কয়েকটি দেশের প্রশাসনই কেবল

সরাসরি আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়। সমস্ত মুসলিম বিশ্ব ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। আঞ্চলিক রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষার অযুহাতে সেদিন চীনের মত দেশও নিয়েছিল বর্বরের পক্ষ। জোয়্যানের ভাষায় -

'পাশ ফিরে দাঁড়াই আমরা আবার,
ক্রুশবিদ্ধ হয় যখন সমাজ-সংসার'

[Once again we stand aside
And watch the families crucified]

এমনই ঘটছিল।

অনেকে বলে ভারতের সাহায্যে স্বার্থ ছিল। অবশ্যই ছিল। তাই বলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে তাদের মাটিতে আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করেনি! অন্যায় করেনি বাংলাদেশের প্রবাস সরকারকে সাহায্য-স্বীকৃতি দিয়ে! নিশ্চয়ই অন্যায় করেনি বর্বরের বিরূদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করে! শুধু রাজনীতিতে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'zero-sum game' এর স্থলে 'win-win' কৌশল নিঃসন্দেহে একটি উৎকর্ষ পন্থা। তবে এ কৌশল অবলম্বন ও প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ অনেক। ৭১'এ ভারত এ চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে পেরেছিল। ইউরোপ ইউনিয়নের ব্যর্থতার মুখে মার্কিন সরকার প্রাক্তন ইগোসলোভিয়াতে (বজনিয়া-হার্যেগোভিনা) সাফল্যের সাথে 'win-win' কৌশল প্রয়োগ করতে পারলেও, পারেনি ইরাকের ক্ষেত্রে। সেখানে স্বার্থ শুধুই বন্দি ছিল 'zero-sum game'এ। 'win-win' এর জন্য প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি অবলম্বন।

'বাংলাদেশের সুরের' পরের পংতিগুলিতে ফুটে উঠে ওপার বাংলায় স্বরনার্থী শিবিরে কিংবা স্বরনার্থী শিবিরের পথে সেপ্টেবর মাসে 'যশোর রোডে'র (এ্যলেন জিনস্বার্গের কবিতা) কোথাও, মা ও শিশুর সাদা-কালো একটি স্থির চিত্র।

'দেখ, ষোড়শী মায়ের দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে,
ব্যাধিতে জর্জরিত শিশু তার
ভেজে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে'।

[See a teenage mother's vacant eyes
As she watches her feeble baby try
To fight the monsoon rains and cholera flies]

জোয়্যানের 'বাংলাদেশের সুরের' পংতিতে আজকের সিরিয়ার স্বরনার্থী শিবিরের কি অদ্ভুত মিল! শুধু ভৌগলিক অবস্থানই ভিন্ন। সেদিনের মত আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়ে প্রথমে পাশের দেশে স্বরনার্থী। তারপর অন্য আর এক মহাদেশে। নিজের মাটি ও মানুষে ঘেরা, সুখ সুখ গন্ধে ভরা পরিবেশে আবার কখনও ফিরে আসবে কি? পারবে কি ফিরতে? নাকি, Trap Zozorno'এর মত ভেসে যাবে কালের স্রোতে - বেঁচে থেকেও থাকবে মরে! এখন এসবের সময় নয় - জীবনের নিশ্চয়তাই বড় কথা। কিন্তু সবাই পারেনি অন্ধকারে উত্তাল সমুদ্র পাড় হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে। সেই শিশুটি? মৃত দেহ যার ভেসে আসে সমুদ্র সৈকতে। দেখতে সাহস করিনি শিশুটির মুখ খানি। জানি, বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে তা দেখে। জানি, স্বরনার্থীদের সাহায্যের হাত উঠেছে আরও উচুঁতে। তাই বলে

যুদ্ধ কিন্তু থামেনি। বরঞ্চ, গতি পেয়েছে বহু গুনে। যারা বাঁধালো এ ভয়ংকর যুদ্ধ তাদের কেউ কেউ দিব্বি সিংহাসনে। আবার কেউ কেউ দূর আকাশ থেকে দূর্বীন দিয়ে দেখে, যেন মরুভুমি দেখেনি কখনো।

নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এ যুদ্ধ 'zero-sum game' কৌশলে আবদ্ধ। কারও হার, কারও জিত। সবচেয়ে বেশি যার হার সে হচ্ছে সিরিয়ার জনগণ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সাত দশকে শিক্ষা-দীক্ষায় যতটুকু এগিয়েছিল, গত পাঁচ বছরে পিছিয়ে তার দশ গুন। মুসলিম প্রধান দেশ হয়েও যে ধর্মনিরপেক্ষতায় সহবস্থান করা সম্ভব সিরিয়া ছিল সেই আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত। সেটাও গেল। আর বিশ্ববাসী? বিশ্ববাসী হারালো হাজার বছরের সভ্যতার নিদর্শন। পালমিরাকে (Palmyra) আর কি কখনো পাওয়া যাবে? আফগানিস্তানে যেভাবে হাজার বছরের সিদ্ধার্থের বিশাল মুর্তি উড়িয়ে দিয়েছে বর্বরের বোমা; তেমনি ভাবে পালমিরার সুন্দর্য ও স্মৃতি মুঝে দিতে উদ্যত হয়েছে সেই একই কালো হাত। তাদের নিঃশংসতার রূপ একই রকম, শুধু ভৌগলিক অবস্থানই ভিন্ন।

আর জিত হল কার? এ বিষয়টা মিডিয়াতে দেখেনি আজ অব্দি। টিভির আলোচনায় শুনিনি কখনো। এতদ অঞ্চলে একমাত্র যাদের গণতন্ত্র আছে, শুধু তাদেরই লাভ। ইরাক গেল, সিরিয়া গেল; ভা'াতড প্রশাসন বলদৈে বাতড'এ ভেসে গেল। এখন নিরাপত্তার জন্য শুধু "গোলান হাইট'ই বাফার থাকছে না; সমস্ত সিরিয়াই এখন বাফার হবার পথে।

জোয়্যান বায়েযের মত এ্যলেন জিনস্বার্গও তার কবিতায় ৭১'এর চিত্র ধারণ করেছে একই ভাবেঃ

[Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road--long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts.
Allen Ginsberg, Nov, 1971]

সমুদ্র সৈকতে ভেসে আসা মৃত সিরিয়ান সেই শিশুটির মত, বড় বড় গোল গোল চোখে, ফুলে ফেফে উঠা কত শিশু 'যশোর রোডে'র দুধারে মরে; তার হিসেব কি আমরা রাখি? সেদিন তথ্য প্রযুক্তি এমন ছিল না। ছিল না Facebook, Wechat, Viber কিংবা Twiter। তাই সেদিনের অনেক ধ্বংস ও নিশংসতা; বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা এখনও ঢাকা। এ সব উন্মোচনের এটাই মূখ্য সময়।

জোয়্যান বায়েয গেয়ে যায় —

'ওরা আসে অস্ত্র হাতে
মধ্যরাতে;
শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যখন জাতি।
কাপুরুষের ঘাতে
কেঁপে উঠে নিশ্চুপ বসতি;
রক্ত-লালে ভেজে উঠে জন্মভুমি মাটি'।

[And the students at the university
Asleep at night quite peacefully
The soldiers came and shot them in theirs beds

And terror took the dorm awakening sheieks of bread
And silent frozen forms and pillow drenched in red]

পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যারা মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য। বছরের পর বছর যুদ্ধ করেও, লক্ষ ফোটা রক্ত ঝরিয়েও, পারেনি তামিল, স্পেনের বাস্ক কান্ট্রি, কিংবা উত্তর আয়ারল্যান্ড। আমাদের সামনে এ ধরনের আছে আরও অনেক উদাহরণ। ভৌগলিক ভাবে ভারত ও চীন দুটি পাশাপাশি দেশ। স্বাধীনতাও পেয়েছে পাশাপাশি সময়ে - ভারত সাতচল্লিশে, আর চীন ঊনপঞ্চাশে। তা সত্যেও, দুটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মুখি পন্থায়। ভারত অসহযোগ আন্দোলনে, আর চীন সশস্ত্র সংগ্রামে। ভৌগলিক ভাবে বাংলাদেশ ভারত ও চীনের মাঝখানে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হল কিভাবে? শুরু, গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও অসহযোগ আন্দোলনে। শেষ, সশস্ত্র সংগ্রামে। উত্তরনের পথে এক পন্থা অন্য পন্থার সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে। পন্থা যদি শুধু গণতান্ত্রিক ও অসহযোগ আন্দোলন হতো (ভারতের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর), কবে হতো স্বাধীন, তা বলা কঠিন। আর যদি শুধু সশস্ত্র পন্থা হতো (চীনের স্বাধীনতার প্রায় পঁচিশ বছর পর), আমাদের সংগ্রাম রাতারাতি বিশ্বজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত হতো। যেমন হয়েছে তামিল, বাস্ক কান্ট্রি, কিংবা উত্তর আয়ারল্যান্ডের আন্দোলন। পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যারা গণতান্ত্রিক ও অসহযোগ-সশস্ত্র সংগ্রামের মাঝে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পেরেছে। এটা আমাদের বিশাল গর্বের ধন। আমাদের প্রজন্মও যেন তা ধারণ করে, তার দিকে খেয়াল রাখা অত্যাবশ্যক।

গানটি শেষ শুরুর সেই চারটি পংতিতে —

‘সূর্য যখন অস্ত যায় বেলাশেষে,
লক্ষ প্রাণ ঝরে পড়ে নিমিষে,
বাংলাদেশে, বাংলাদেশে,
বাংলাদেশে।’

শাসক যেখানে বর্বর, শাসন যেখানে মানবতা বিরোধী, আর শাসনের রাজনীতি যেখানে সৃজনশীলতাকে করে অপরাধী - সেখানে শিল্পীদের পক্ষে রাজনৈতিক ‘সমদূরত্ব’ বজায় রাখার কোন অবকাশ নেই। জোয়্যান বায়েয সেটাই প্রমাণ করেন। জয়তু জোয়্যান। মুক্ত চিন্তা, সুষ্ঠ শিল্পচর্চা-সাহিত্যকর্ম, এককথায় সৃজনশীলতা বিকাশের পূর্ব শর্তই হচ্ছে সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ। বলাবাহুল্য, মুক্ত মনে রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা, এমনকি প্রাণ খুলে ‘ভাষার গান’ গাওয়া সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক পরিবেশে।

---

* সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানের জন্য জোয়্যান বায়েযকে স্বাধীনতা পদকে সম্মানিত করে।

** গানের বাংলা-রূপান্তর করেছেন এ প্রবন্ধের লেখক।